গুরু পূর্ণিমা

আষাঢ় মাসের পূর্ণিমাকে বলা হয় ‘গুরু পূর্ণিমা।’
ভগবান ব্যাসদেবের শুভ জন্মদিনেই হয় এর সূচনা॥
সকলেই এই দিনটিকে গুরুপূর্ণিমা রূপে জানেন।
গুরু ও শিষ্য সকলেই এই দিনটিকে স্মরণ করেন॥
গুরু হলেন ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, আর গুরু দেব মহেশ্বর।
গুরুই হলেন পরব্রহ্ম, সেই গুরুকেই করি প্রণাম॥
যিনি অখণ্ড মণ্ডলাকার, যিনি ব্যাপ্ত জগৎ চরাচর,
যিনি স্বস্বরূপকে দেখিয়াছেন, সেই গুরুকে করি প্রণাম॥
যিনি অজ্ঞন অন্ধকার দূর করেন, জ্ঞনচক্ষু দেন খুলে।
যিনি স্থাবর, জঙ্গম পরিব্যপ্ত, সেই গুরুকে করি প্রণাম॥
যিনি ত্রিলোকের জ্ঞনস্বরূপ, যিনি তৎস্বরূপকে জানেন,
যিনি বেদান্ত জ্ঞনের দ্বারা সমুদ্ভাসিত, সেই গুরুকে প্রণাম॥
যিনি শাশ্বত,শান্ত, ব্যোমাতীত, যিনি নিরঞ্জন ও চৈতন্যস্বরূপ,
যিনি বিন্দু, নাদ ও কলার অতীত, সেই গুরুকে করি প্রণাম॥
যিনি জ্ঞনশক্তি সমারূঢ়, তত্ত্বমালা বিভূষিত,ভুক্তিমুক্তি প্রদাতা,
যিনি বহুজন্মের সঞ্চিত কর্মের দাহক, সেই গুরুকে করি প্রণাম॥
যাঁর পাদোদক পানে ভব সিন্ধু সম্যক শুষ্ক হয়ে যায়।
সকল সম্পদ সম্যকরূপে লাভ হয়, সেই গুরুকে করি প্রণাম॥
যে গুরুর অধিক তত্ত্ব নাই, যে গুরুসেবার অধিক তপস্যা নাই।
যাঁর তত্ত্বজ্ঞন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, সেই গুরুকে করি প্রণাম॥
আমার নাথই হন জগন্নাথ, আমার গুরুই শ্রীজগৎগুরু,
আমার আত্মাই সর্বভূতের আত্মা, সেই আত্মারূপ গুরুকে করি প্রণাম॥
গুরুই আদি, গুরুই অনাদি, গুরুই আমার পরম দেবতা।
গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, সেই গুরুকে করি প্রণাম॥
যিনি ব্রহ্মানন্দস্বরূপ, যিনি পরম সুখ এবং যিনি জ্ঞনমূর্তি।
যিনি দ্বন্দ্বাতীত, গগনসদৃশ, ‘তত্ত্বমসির’ লক্ষণ দ্বারা ভূষিত।
যিনি নিত্য, বিমল ও অচল, সকল বুদ্ধির সাক্ষী স্বরূপ।
যিনি ভাবাতীত, ত্রিগুণরহিত, সেই সদ্ গুরুকে করি প্রণাম॥
(গুরু বন্দনা থেকে সংগৃহীত)। —— দেবু মহারাজ।